Question: Why was the first and second Triumvirate formed? Why did both fail?

প্রথম এবং দ্বিতীয় ট্রায়ামভিরেট কেন গঠিত হয়? কেন তা ব্যর্থ হয়েছিল?

- রোমে রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে ব্যক্তিগতভাবে গোপনে পম্পোই,সিজার ও ক্র্যাসাসের মধ্যে 'প্রথম ট্রায়ামভিরেট' গঠিত হয় যা প্রকাশিত হয়েছিল ৫৯ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে যখন সিজার প্রথম কনসাল হলেন।'প্রথম ট্রায়ামভিরেট' গঠনে সভথেকে বেশি দায়ী ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষমতাদ্বন্দ্ব।একদিকে পম্পেই এশিয়া বিজয় করে ৬২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রোমে ফিরে আসেন।তখন সিজার ও চূড়ান্ত ক্ষমতালাভের উদ্দেশে স্পেন ত্যাগ করে ৬১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রোমে ফিরে আসেন।অন্যদিকে স্পার্টাকাস দাস বিদ্রোহ দমন করে ক্র্যাসাস রোমের রাজনীতিতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন এবং তিনি ও রোমের চূড়ান্ত ক্ষমতা লাভের আশা করছেন। এই তিন উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিবিদ উক্ত পরিস্থিতিতে নিজেদের নধ্যে ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার মাধ্যমে ৬১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে গোপনে 'প্রথম ট্রায়ামভিরেট' গঠন করেন। ঐতিহাসিক এম গ্রান্ট মনে করেন, ত্রিপাক্ষিক জোট গঠনের ফলে সিসেরোর রাষ্ট্রদর্শন " প্রজাতান্ত্রিক সংগঠনগুলি স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল থেকে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ঐক্য স্থাপন" বিষয়টি হতাশায় নিমজ্জিত হয় এবং প্রজাতন্ত্রের নিদারুন মৃত্যু যন্ত্রনা শুরু হয়।

- ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে স্থির হয় যে সিজার ৫৯ ক্রীস্ট পূর্বাব্দে কনসাল হবেন এবং কনসাল হিসাবে কার্যকাল শেষ হলে গলের গভর্নর নিযুক্ত হবেন,পম্পেই এশিয়া জয় করে যে প্রভেন্সিয়াল ব্যবস্হা চালু করেছেন তা অপরিবর্তিত থাকবে ওক্র্যাসাস পরে কনসাল হবেন।

- চুক্তি অনুসারে ৫৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সিজার কনসাল পদে বসেন এবং অচিরেই তিনি নানাপ্রকার সংস্কার কার্যকরি করেন।এমন কি তিনি জনগনকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দানের ব্যবস্থা করেন। এভাবে সিজার ৫৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতাতে পরিনত হন।ইতিমধ্যে ত্রয়ীর মধ্যে 'প্রথম ট্রায়ামভিরেট' চুক্তির নবীকরন হয় এবং সেখানে বলা হয়-১.পম্পেই ওক্র্যাসাস ৫৫ খ্রী:পূ: কনসাল হবেন,২.পম্পেই পরবর্তী ৫ বছরের জন্য স্পেনে গভর্নর নিযুক্ত হবেন। এই চুক্তি অনুসারে ৫৫ খ্রী:পূ: পম্পেই ও ক্র্যাসাসের কনসাল হওয়ার কথা।ইতিমধ্যে ক্র্যাসাস পার্থিয়া অভিযানের সামরিক নেতৃত্বের দায়িত্ব পান এনং এই যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে ৫৪ খ্রী:পূ: পম্পেই এর স্ত্রী অর্থাৎ সিজারের কন্যা জুলিয়া মারা গেলে পম্পেই ও সিজারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। এভাবেই 'প্রথম ট্রায়ামভিরেট' ব্যর্থ হয় এবং পতন ঘটে।

- ৪৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সিজারের মৃত্যুর পর ইতালিতে চরম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।সিজার হত্যাকারী ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস ভেবেছিলেন স্বৈরাচারী একনায়ক সিজারের মৃত্যুতে ইতালির মানুষ খুশি হয়ে তাদের পাশে থাকবে।কিন্তু সিজার এতই জনপ্রীয় ছিলেন যে তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রবল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়।এই সংকট কালীন অবস্থার মধ্যে আবির্ভাব ঘটে সিজারের দত্তক পুত্র ও উত্তরাধিকারী সিজারের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টাভিয়ান।তিনি ক্রমান্বয়ে সাফল্য লাভ করতে থাকেন।অবশেষে তিনি মুটিনার যুদ্ধে অ্যান্টনিকে পরাজিত করে রোমে সেনা সহ ফিরে এসে কনসাল পদ দাবি করেন। সিনেট বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তিনি ৪৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের,১৯শে অগস্ট অক্টাভিয়ান কনসাল নির্বাচিত হন।

- অক্টাভিয়ান দক্ষতার সঙ্গে অ্যান্টনি ও লিপিডাসের সাথে সামরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে এক সমঝোতায় আসেন এবং রোমান নাগরিকদের কাছে ঘোষনা করেন যে রোমান জগতের ঐক্য তারা রক্ষা করবেন।তাদের তিন জনকে ৫বছরের জন্য রোম শাসন করা ও রক্ষা করার ভার দেন। এভাবে দ্বিতীয় ট্রায়ামভিরেট গঠিত হয়।এটি ছিল সরকারি জোট।দেশে এবং বিদেশে ক্ষমতা তিন জনের মধ্যে সমান ভাবে বন্টিত হয়।

- ক্ষমতা লাভের পরে পরেই তিনজন স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন এবং প্রায় ৩০০ সিনেটর ও ২০০০ জন ইকোয়েটসকে হত্যা করেন।প্রখ্যাত দার্শনিক ও প্রজাতন্ত্রের সমর্থক সিসেরোকে হত্যা করা হয়।সিসেরোর মত ব্যক্তিকে হত্যা করার ফলে সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করেন—"it was the sword which henceforth was to rule in Rome."

- এরপর সিজার হত্যাকারী এম ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস এর বিরুদ্ধে অক্টাভিয়ান ও অ্যান্টনি যৌথ ভাবে অভিযান করে তাদের পরাজিত করেন এবং রিপাবলিকানদের দমন করেন। কিন্তু অচিরেই সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার দাবি নিয়ে অক্টাভিয়ান, অ্যান্টনি এবং লিপিডাস এর মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ক্রমশ: এই দ্বন্দ্বে অক্টাভিয়ান বাঁকি দুজনকে পিছনে ফেলে দেন।কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে দ্রুত সমঝোতা করে ৩৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে টরেন্টামে মিলিত হয়ে ট্রায়ামভিরেটকে নবীকরন করেন।

- এই চুক্তি মত ক্ষমতায় বসেই অক্টাভিয়ান সেক্সটাসকে পরাজিত করে সিসিলি দখল করেন। এই অভিযান তার জীবনের দিক পরিবর্তনের সূচনা করে।এই সনয়ে তিনি এক অনাবশ্যক সুযোগ পেয়ে লিপিডাসকে ট্রায়ামভিরেট থেকে বহিষ্কার করেন,অন্যদিকে অ্যান্টনির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ট্রায়ামভিরেট নবীকরনের পর অ্যান্টনি পূর্বাঞ্চলের গোলযোগের সুযোগে সেখানে সামরিক বাহিনী নিয়ে যান এবং সেখানে শাসন করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে সেখানে ৩৪ খ্রী:পূ: Donation of Alexandria প্রকাশ করেন,যা জনমানষে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করে।

- এই সুযোগে ১লা ফেব্রুয়ারী ৩২ খ্রী:পূ: অক্টাভিয়ান সিনেটের অধিবেশনে অ্যান্টনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনার প্রস্তাব দেন. ইতিনধ্যে দ্রুত পট পরিবর্তিত হয়,৩১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে অক্টাভিয়ান কনসাল নির্বাচিত হন এবং ক্লিওপেট্রার ও অ্যান্টনির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেনেটের অনুমোদন লাভ করেন। ফলে ট্রায়ামভিয়েটের পতন ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধ ঘটে।এই যুদ্ধে বিজয়ী অক্টাভিয়ান দেশে ফেরেন ও ট্রায়ামভিরেটের সময়ের সব আইন বাতিল করেন এবং ২৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে নিজেকে প্রিন্সেপ বা দেশের প্রথম নাগরিক ঘোষণা করেন। এককথায় এভাবে প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে প্রিন্সিপেটের শাসন শুরু হয়।

- 2nd semester 4th paper-- teacher name SUBRATA BISWAS.

The End